স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বরিশাল ক্রেডিট ইউনিয়নটি গঠিত হয়। এরপর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালের কৃতি সন্তান এবং সমাজ কর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি স্বর্গীয় পিটার গাইন বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বর্গীয় পিটার গাইন স্বর্গীয় ফাদার সেন্টপিয়ের, সিএসসি এবং স্বর্গীয় ফাদার জার্মান, সিএসসি-এর অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল ডেভেলপম্যান্ট সোসাইটি (বিডিএস) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিডিএস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বর্গীয় পিটার গাইন বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ বিডিএস-এর মাধ্যমে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বহু ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, যেগুলো জন্মলগ্ন থেকেই বেশ সুন্দরমত পরিচালিত হচ্ছে এবং সমাজ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অন্যদিকে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কাল্‌ব-এর তৎকালীন ফিল্ড অর্গানাইজার মিঃ আন্তন হালদারের প্রচেষ্টায় বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন পুনরায় শুরু হয়। এর ফলে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী এবং অন্যান্য স্থানে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, যেগুলো বর্তমানে নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে।

(ঘ) ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্যোক্তা যে স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি এবং ভাওয়াল অঞ্চলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হতেই ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা চলতে ছিল। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তৎকালীন মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স লিও, গ্রেনার, সিএসসি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফাদার চার্লস জে ইয়াং, সিএসসি-কে কানাডার কোডি ইনস্টিটিউট অব সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভারসিটিতে ক্রেডিট ইউনিয়নের উপর দীর্ঘ ৯(নয়) মাসের এক প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে ছিলেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বাংলাদেশে ফিরে এসে স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি সর্ব প্রথম ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা গঠন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়নটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের সমবায় বিভাগ থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর হলো- ৪২/১৯৫৮, তারিখ ঃ ১৩/০৩/১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এখানে প্রকাশ থাকে, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা গঠনের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা গঠনের পর স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে, ইয়াং, সিএসসি- এর সরাসরি উদ্যোগে এবং স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস-এর সহায়তায় ভাওয়াল এলাকার প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি এবং ভাওয়াল অঞ্চলে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে যে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকে একটি সফল আন্দোলন হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। এর একমাত্র কারণ হলো যে, ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি এবং ভাওয়াল অঞ্চলে ১৯৫০ হতে ১৯৭০ দশকে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যে কয়েকটি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটি ক্রেডিট ইউনিয়ন নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়েছে এবং সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

(ঙ) রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল। কথিত আছে যে, বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পাইওনিয়ার এবং ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রীষ্টান সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্ ১৯৬২-১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। মূলতঃ স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস-এর কাছ থেকে ক্রেডিট ইউনিয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা শুনে বনপাড়া ধর্মপল্লীর তৎকালীন পাল-পুরোহিত ফাদার লুইস পিনোস, পিমে